# ১ ইসলাম কবুল করলেন তিনি

গল্প শুনতে চাও? চলো, মজার মজার কাহিনী তোমাদের বলি।

আজ শোনাব, দুজন বন্ধুর কথা। তাঁরা বাস করতেন একই এলাকায়। তাঁদের বয়সও ছিল কাছাকাছি। একজনের নাম মুহাম্মাদ স., অপরজন আবু বকর রা.। মক্কার কুরাইশ বংশে তাঁদের জন্ম। এই বংশের ছিল অনেক নামডাক।

আবু বকর রা. তখন ঘরেই ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, মুহাম্মাদ স. নিজেকে নবি দাবি করেছেন। তিনি নাকি দেব-দেবীদের পূজা ছেড়ে দিয়েছেন। আর তাই কুরাইশরা তাঁকে অপমান করছে। গালি দিচ্ছে।

সব শুনে চমকে উঠলেন আবু বকর রা.। তাঁর বুকটা ধুকপুক করছিল। এ কেমন কথা! কী হলো আমার বন্ধুর!

আবু বকর রা. সিদ্ধান্ত নিলেন, বন্ধুর সাথে সরাসরি কথা বলবেন। সবকিছু জানতে চাইবেন।

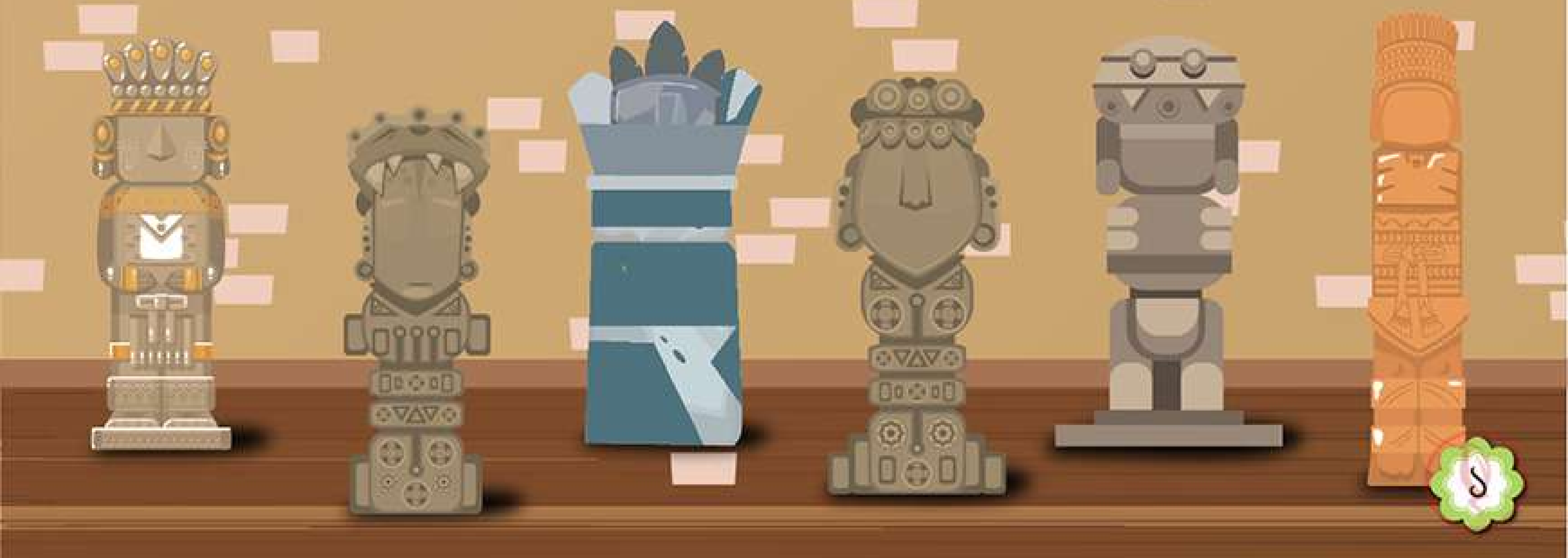

আবু বকর রা. ছিলেন খুব বিনয়ী। কোনোদিন ঝগড়াঝাঁটি করেননি। গালি দেননি কাউকে। ভদ্র মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। সকলেই তাঁকে সম্মান করত। ভালোবাসত।

আবু বকর রা. গেলেন নবি মুহাম্মাদ স.-এর কাছে। বিনয়ের সাথে বললেন, "আপনি নাকি দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে দিয়েছেন! কথা কি সত্য?"

নবি মুহাম্মাদ স. হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "আবু বকর, আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর বাণী প্রচার করাই আমার দায়িত্ব। মহান আল্লাহ একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি। তুমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো। তাঁর আনুগত্য করো। তবেই নাজাত পাবে।"

# ২ ক্ষমা চাওয়া মহৎ গুণ

রাবিয়া আসলামি রা. নামের একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি নবিজির খেদমত করতেন। আল্লাহর নবি স. তাঁকে কিছু জমি দান করেছিলেন। আবু বকরকেও একটুখানি জমি দিয়েছিলেন নবিজি। তাঁদের জমিন ছিল পাশাপাশি।

জমি দুটোর মাঝামাঝি ছিল একটি খেজুর গাছ। সেখানে প্রচুর খেজুর ধরেছিল। আবু বকর রা. দাবি করছিলেন, গাছটি তাঁর জমির সীমায় রয়েছে। তাই ফলগুলো তাঁর। আর রাবিয়ার দাবি ছিল, গাছটি তাঁর জমিনের মধ্যে।

এ নিয়ে তাঁরা তর্কে জড়িয়ে পড়েন। কথা কাটাকাটি চলতে থাকে দুজনার মধ্যে। আবু বকর রা. ভুল করে একটি কটুকথা বলে ফেলেন। সাথে সাথে তিনি ভুল বুঝতে পারেন। এরপর বলেন, "রাবিয়া, তুমিও কটুকথা বলে প্রতিশোধ নাও।"

রাবিয়া রা. বলেন, "জি না, আমি পারব না।"

আবু বকর রা. ছিলেন খুবই নম্র ব্যক্তি। তিনি কোনোদিন খারাপ কথা বলেননি। কাউকে গালি দেননি। কিন্তু আজ ভুল করে কটুকথা বলে ফেলেছেন। সে কারণে তাঁর মনটা খচখচ করছিল।

বারবার তিনি ক্ষমা চান রাবিয়ার কাছে। রাবিয়াকে বদলা নিতে বলেন। কিন্তু রাবিয়া রা. নিজের কথায় অনড় থাকেন। তখন আবু বকর রা. বলেন, "রাবিয়া, তুমি প্রতিশোধ নাও। নয়তো আমি নবিজির কাছে যাব।"

রাবিয়া রা. বলেন, "আমি কিছুতেই তা পারব না। আপনি যেতে পারেন।"

আবু বকর রা. নবিজির উদ্দেশ্যে রওনা হন। রাবিয়াও তাঁর পেছন পেছন আসতে থাকেন। নবিজির কাছে গিয়ে আবু বকর রা. সবকিছু খুলে বলেন। নবি স. মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "রাবিয়া, কী হয়েছে?"

রাবিয়া রা. বলেন, "আবু বকর আমাকে একটু কটুকথা বলে ফেলেছেন। আমি তাঁর কথার কোনো জবাব দিইনি। তিনি আমাকে বারবার প্রতিশোধ নিতে বলেছেন। আমি সেটাও করিনি।"

আল্লাহর রাসূল স. তখন বলেন, "রাবিয়া, তুমি ভালো কাজ করেছ। আবু বকরকে বলে দাও, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।"

রাবিয়া রা. ঠিক তা-ই করেন। তিনি বলেন, "আবু বকর, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।"

সুবহানাল্লাহ! দেখেছ বন্ধুরা, সাহাবিরা কতটা মহৎ ছিলেন?

আবু বকর রা. কোনো অশ্লীল কথা বলেননি। শুধু মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। এতেই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। মাফ না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি হাল ছাড়েননি।

আমরাও অনেক সময় বাজেকথা বলে ফেলি। যাকে বাজেকথা বলব, তার কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে। নিজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইলে, আল্লাহ তাআলা খুশি হন। ক্ষমা চাওয়া একটি মহৎ গুণ।

মুসনাদু আহমাদ (৫৮-৫৯) অনুসারে এটি লেখা হয়েছে।

# ৩ কাফিরদের অত্যাচার

মুসলিমরা তখন ছিল অসহায়। কাফিররা তাদেরকে নির্যাতন করত। নানা ধরনের শাস্তি দিত। ভয়ের কারণে কেউ ঈমানের কথা বলতে সাহস পেত না। কিন্তু উমর রা. যেদিন মুসলিম হলেন, সেদিন আর ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, "কেউ কি আমার কথা দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারবে?"

লোকেরা বলল, "জামিল পারবে। সে সকলের কথা ছড়িয়ে বেড়ায়।"

উমর রা. জমিলের কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, "জামিল, আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি। সকলকে এ কথা জানিয়ে দাও।"

সাথে সাথে জামিল ছুটে গেল। উমরের কথা ছড়িয়ে দিল সবখানে। কাফিরদের কানেও সেটা পৌঁছাল। তারা খুব অবাক হলো! উমর আবার রা. কখন মুসলিম হয়ে গেল! সে তো মুহাম্মাদকে হত্যা করতে গিয়েছিল! আসল ঘটনা কী তাহলে!

সবকিছু শোনার জন্যে কাফিররা এল উমরের কাছে। উমর রা. বললেন, "আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি।"

কাফিররা রাগে ফোঁপাতে লাগল। তারা উমরকে মারতে চাইল। সবার আগে এগিয়ে এল উতবা। তার সাথে উমরের কুস্তাকুস্তি হলো। উমর রা. তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। তখন সবাই মিলে উমরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো মারপিট। উমর রা. একাই তাদের সাথে লড়াই করতে লাগলেন।

মারামারি চলতে থাকল। যখন দুপুর হয়ে এল, তখন উমর রা. বসে পড়লেন। কাফিররাও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তারাও বসে পড়ল। মারপিট বন্ধ হলো।

উমর রা. কাফিরদের ভয় করতেন না। কাফিররাই তাঁকে ভয় পেত। তাই তো বুক ফুলিয়ে ঈমান কবুলের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন উমর রা.। সে কারণে নবিজি স. তাঁকে 'ফারুক' উপাধি প্রধান করেছিলেন। 'ফারুক' মানে 'সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী'। এরপর থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় উমর ফারুক রা.।

আলি সাল্লাবি, উমর (১/৫৫) অনুসারে এটি লেখা হয়েছে।

# ৪ নদীর নামে চিঠি

সাহাবিরা মিশর জয় করলেন। পুরো মিশরে ছড়িয়ে গেল ইসলামের দাওয়াত। পতপত করে উড়তে লাগল কালিমার পতাকা। উমর রা. এটা শুনে খুব খুশি হলেন। তিনি আমর ইবনুল আস রা.-কে মিশরের গভর্নর বানালেন।

মিশরে একটি বড় নদ আছে। নাম তার নীলনদ। এই নদ-কে ঘিরে একটি প্রথা জারি ছিল। সেটা পালন করার জন্যে লোকেরা আমর রা.-এর কাছে এল। এসে বলল, "আমীর সাহেব, আমাদের দেশে একটি প্রথা চালু আছে। এই মাসের বারো তারিখে আমরা সেটা পালন করি।"

আমর ইবনুল আস রা. জিজ্ঞেস করলেন, "কী সেটা?"

তারা বলল, "ঘুরে ঘুরে আমরা একজন কুমারীকে বাছাই করি। এরপর তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নীলনদে বিসর্জন দিই। কুমারী বিসর্জন দিলে, নতুন করে নদে পানি আসে।"

আমর রা. বললেন, "না, এটা করা যাবে না।"

লোকেরা বলল, "এটা না করলে যে নীলনদ আমাদের পানি দেবে না।"

এই কথা শুনে আমর রা. খেপে গেলেন। কারণ, নীলনদের কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহর হুকুমেই নদী শুকিয়ে যায়, আবার আল্লাহর হুকুমেই সেখানে পানি আসে। তাই আল্লাহকে না ডেকে, কুমারী বিসর্জন দিলে কোনো কাজ হবে না। এই কথাগুলো তিনি লোকদেরকে বোঝালেন।

আমরের কথা শুনে লোকজন ফিরে গেল। তিন মাস ধরে তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু নীলনদে আর পানি এল না। পানির অভাবে জমিজমা শুকিয়ে গেল। চারিদিক খাঁ-খাঁ করতে লাগল। ফসল ফলানোর জো রইল না। লোকজন তাই দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইল।

এই অবস্থা দেখে আমর রা. খলিফা উমরকে চিঠি লিখলেন। সবকিছু খুলে বললেন। চিঠির জবাবে উমর ফারুক রা. বললেন, "আমর, আমি তোমাকে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। এটা নীলনদে ফেলে দেবে।"

আমর রা. লোকদের বললেন, "তোমরা দেশ ছেড়ে যেয়ো না। আমীরুল মুমিনীনের কাছ থেকে একটি চিঠি এসেছে। দাঁড়াও, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন।"

এরপর তিনি উমরের দেওয়া চিঠিটা নীলনদে ফেলে দিলেন।

ওই চিঠিতে লেখা ছিল :

"মুসলমানদের আমীর ও আল্লাহর গোলাম উমরের পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদের প্রতি। ওহে নীলনদ, তুমি যদি নিজের ক্ষমতায় প্রবাহিত হও, তবে আর প্রবাহিত হোয়ো না। কিন্তু তুমি যদি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাহিত হও, তবে আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।"

চিঠিটি ফেলার পর নীলনদে পানি উঠতে শুরু করল। আল্লাহর রহমতে পুরো নদ পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। লোকজন খুশিমনে বাড়ি ফিরল।

আল্লাহর নির্দেশেই সবকিছু হয়। তাঁর হুকুমেই মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে, জমিন থেকে ফসল ফলে, গাছ থেকে ফল হয়। তাঁর আদেশে বয়ে চলে নদ-নদী, সাগর-ঝরনা। সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। এই কথাটা উমর রা. পষ্ট করে দিলেন সবার সামনে।

# ৫ ঈমানি চেতনা

এবার আমরা শুনব উসমান রা.-এর জীবনী। তোমরা বই নিয়ে চুপটি করে বসে যাও। আর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। একদম দুষ্টুমি করবে না, কেমন?

আবু বকর রা.-এর দাওয়াত পেয়ে মুসলিম হলেন উসমান রা.। উসমানের চাচা হাকাম এটা মোটেও পছন্দ করল না। কারণ, তাঁর চাচা ছিল কাফির। আর কাফিররা মুসলিমদেরকে দুই চোখে দেখতে পারত না।

হাকাম চাচা উসমানকে ইসলাম ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু উসমান রা. তার কথা শুনলেন না। ঈমানের ওপর অটল থাকলেন। চাচা তখন আরও খেপে গেল। রশি দিয়ে উসমানকে বেঁধে রাখল। দিনে-রাতে পিটুনি দিতে লাগল। কিন্তু উসমান রা. কোনো প্রতিবাদ করলেন না। চোখবুজে সবকিছু সয়ে নিলেন।

এরই মধ্যে বেশ কিছু সাহাবি হিজরত করলেন। মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন আবিসিনিয়ায়। উসমান রা. ছিলেন এই দলের নেতা। তাঁর স্ত্রীও সাথেই গিয়েছিলেন।

আবিসিনিয়ায় একটি শিরকি নিয়ম ছিল। রাজার দরবারে গেলে মাথা নত করে ঢুকতে হতো। কেউই এর প্রতিবাদ করতে পারত না। সকলেই এই নিয়ম মেনে চলত।

একবার উসমান রা.-এর ডাক পড়ল দরবারে। তিনি রাজার সাথে দেখা করতে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় মাথা ঝোঁকালেন না। এই দৃশ্য দেখে দরবারের লোকেরা অবাক হলো। কারণ, এর আগে কেউই এমনটা করেনি। রাজা তখন উসমান রা.-কে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেন আমার সামনে মাথা নত করলেন না?"

উসমানের ছিল বুকভরা সাহস। তাই তিনি বললেন, "আমি মুসলিম। মুসলিমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করে না।"

উত্তর শুনে রাজা হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু উসমান রা.-কে কিছুই বলল না। রাজা তাঁর সাথে কিছুখন আলাপ করল। কথাবার্তা বলল। সাহাবিরা কেন মক্কা ছেড়ে আবিসিনিয়ায় এসেছে, তা জানতে চাইল। উসমান রা. সবকিছু খুলে বললেন। কথা শেষ হলে তিনি ফিরে আসলেন দরবার থেকে। রাজা তাঁকে কোনো প্রকার শাস্তি দিল না। সম্মানের সাথে যেতে দিল।

দেখেছ তোমরা, উসমান রা. কতটা সাহসী ছিলেন? তাঁর ঈমানি চেতনা কতটা দৃঢ় ছিল?

মুসলিমরা দুনিয়ার কোনো শক্তিকে ভয় করে না। কারও সামনেই নত হয় না। কেবল আল্লাহর সামনেই নিজেকে নত করে। এক আল্লাহকেই সাজদা করে। এটার নামই ঈমান।

আসারুস সাহাবা (২/২৬) অনুসারে এটি লেখা হয়েছে।

# ৬ খলিফা হলেন উসমান গণি

জখম হলেন উমর ফারুক রা.। ধীরে ধীরে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। সাহাবিরা বুঝতে পারলেন, উমর রা. দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন। সকলেই তাঁর জন্যে চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

উমর রা. একটি শূরা কমিটি গঠন করে দিলেন। এই কমিটির কাজ ছিল পরবর্তী খলিফা ঠিক করা। উসমান, আলি, আবদুর রহমান, সাদ, জুবাইর ও তালহা রা. ছিলেন এই কমিটির সদস্য। তাঁদের হাতে সময় ছিল তিনদিন। এর মধ্যেই যেন খলিফা ঠিক করা হয়, এটাই ছিল উমরের নির্দেশ।

আমীরুল মুমিনীন উমর রা. মারা গেলেন। এরপর শূরা সদস্যরা কাজ শুরু করলেন। সবাই যাঁর যাঁর মত জানাতে থাকলেন। তারপর সকলে মিলে আবদুর রহমান ইবনু আউফের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। তাঁকে খলিফা ঠিক করার অধিকার দিলেন।

আবদুর রহমান রা. কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। বড় বড় সাহাবিদের কাছে তিনি ফয়সালা চান। তাঁরা নিজেদের মতামত জানান। নারী, শিশু ও দাসদের কাছ থেকেও পরামর্শ নেওয়া হয়। বেশিরভাগ মানুষ খলিফা হিসেবে উসমানকেই পছন্দ করেছিল।

সাহাবিরা মসজিদে চলে আসেন। ফজরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষ হলে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. দাঁড়িয়ে যান। নবি স. তাঁকে একটি পাগড়ি হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি সেটা মাথায় বেঁধে নেন। এরপর মিম্বারে ওঠে বলেন, "আমি মানুষদের সাথে পরামর্শ করেছি। তাদের মতামত জানার চেষ্টা করেছি। সবার কথা শুনে মনে হয়েছে, তারা উসমানকেই বেশি পছন্দ করে।"

তিনি উসমানকে উঠে দাঁড়াতে বলেন। উসমান রা. উঠে দাঁড়ান। তিনি তখন উসমানের হাতে বাইয়াত দেন। এরপর এগিয়ে আসেন আলি রা.। তিনিও বাইয়াত দেন। একে একে সব লোকেরা বাইয়াত দিতে থাকে। কেউ কোনো আপত্তি করেনি। সকলেই উসমানকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। উসমানের হাতে বাইয়াত দেয়। উসমান রা. হয়ে যান মুসলিমদের তৃতীয় খলিফা।

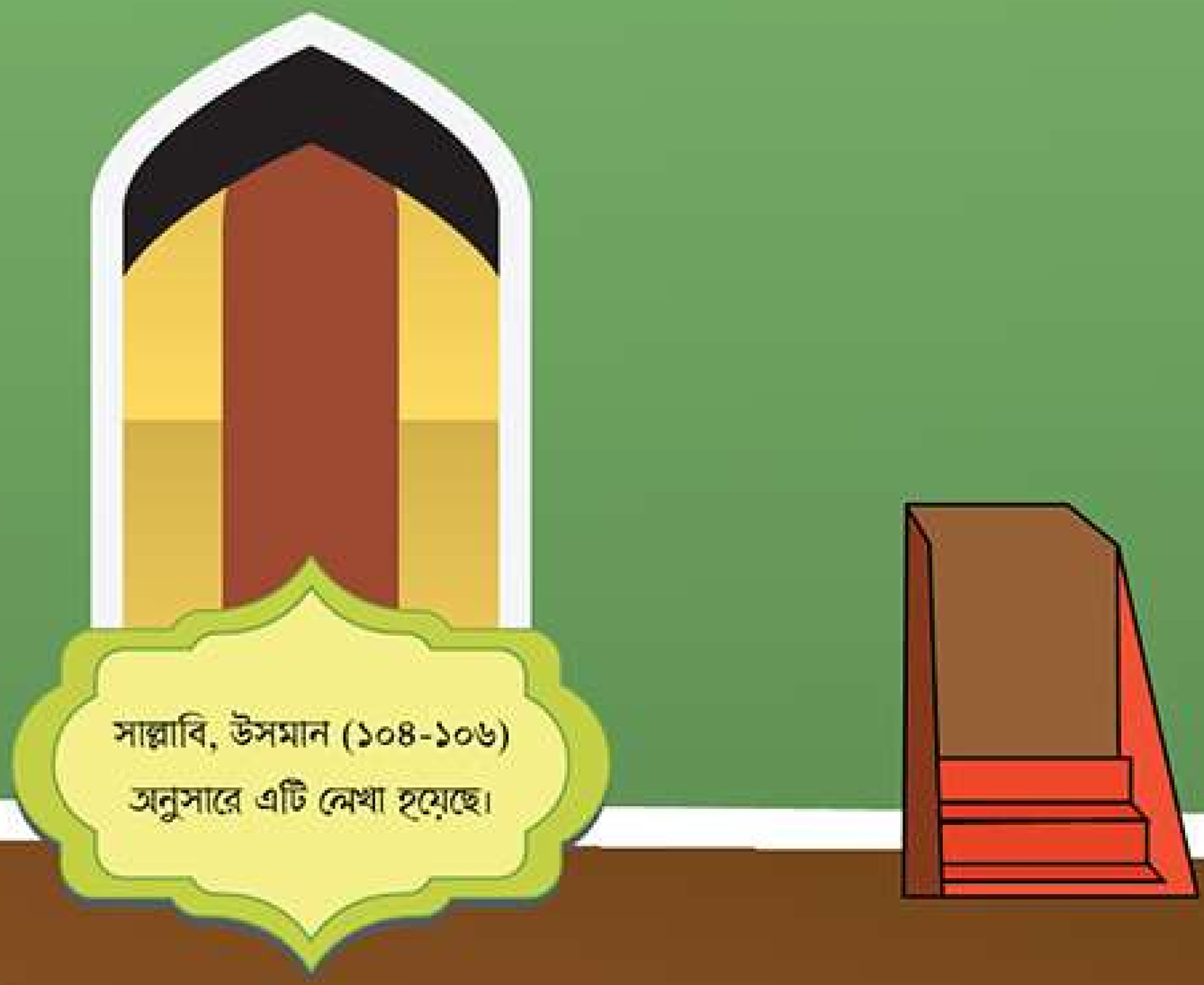

সাল্লাবি, উসমান (১০৪-১০৬) অনুসারে এটি লেখা হয়েছে।

# ৭ কিশোর সাহাবি

একদিনের কথা। আলি রা. গেলেন নবিজির বাড়িতে। নবি স. তখন নামাজ পড়ছিলেন। আল্লাহকে সাজদা করছিলেন। দূর থেকে আলি রা. এটা দেখলেন। তিনি অবাক হলেন। কারণ, এর আগে তিনি কাউকেই এভাবে ইবাদত দেখেননি।

তখন মক্কার সবাই ছিল মুশরিক। তারা আল্লাহর সাথে শরিক করত। লাত, উযযা, মানাত ইত্যাদি নামে অনেকগুলো মূর্তি ছিল। লোকেরা এগুলোর পূজা করত। এগুলোকে আল্লাহর শরিক মনে করত।

আলি রা. খুব আগ্রহ নিয়ে নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এটা কী করছেন?"

নবি স. জবাব দিলেন, "আলি, আমি আল্লাহর ইবাদত করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি। তুমিও আল্লাহর ইবাদত করো।"

আলি রা. ছোটবেলা থেকেই মূর্তির পূজা দেখে আসছেন। কিন্তু নামাজ কখনো দেখেননি। আল্লাহর ইবাদতের কথাও শুনেননি। তাই নবিজির কথাগুলো তাঁর কাছে নতুন মনে হলো। তিনি বললেন, "আগে তো কখনো এমন কথা শুনিনি। আমি আব্বুর সাথে কথা বলে দেখব। এরপর সিদ্ধান্ত নেব।"

এই কথা বলে আলি রা. বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু নবিজির কথা তার কানে বাজতে লাগল। সারা রাত ধরে চিন্তা করতে থাকলেন। আল্লাহ তাআলা রহম করলেন আলির ওপর। ইসলামের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হলো।

পরদিন ভোরে তিনি আবার গেলেন নবিজির কাছে। গিয়ে বললেন, "কাল যেন আমাকে কী বলছিলেন? ওগুলো বলবেন একটু?"

নবি স. মুচকি হেসে বললেন, "আলি, আমি হলাম আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি।

তুমি স্বীকার করে নাও আল্লাহ একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। লাত-উযযার পূজা ছেড়ে দাও। শিরক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। এক আল্লাহর ইবাদত করো।”

আলি রা. সাড়া দিলেন নবিজির ডাকে। ইসলাম কবুল করে নিলেন। এরপর থেকে তিনি নবিজির সাথে সাথে থাকতেন। দ্বীনের তালিম নিতেন। আর নবিজি তাঁকে ঈমানি কথা শোনাতেন।

মুশরিকরা যেন টের না পায়, সে জন্যে নবিজি স. লুকিয়ে নামাজ পড়তেন। নামাজের সময় চলে যেতেন গুহায়। আলিও যোগ দিতেন নবিজির সাথে। তখনো আলির পিতা জানতেন না যে, আলি রা. মুসলমান হয়েছেন। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকল।

আলির বাবার নাম ছিল আবু তালিব। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, নবিজি ও আলি নামাজ পড়ছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “মুহাম্মাদ, তোমরা এগুলো কী করছ?”

আবু তালিব ছিল নবিজির চাচা। এই চাচার কাছেই নবি স. বড় হয়েছেন। আবু তালিব নবিজিকে খুব ভালোবাসত। আদর করত। তাই নবিজি সব ঘটনা চাচার কাছে খুলে বললেন। আবু তালিব বলে উঠল, "ভাতিজা, আমি তো তোমার দাওয়াত কবুল করতে পারব না। তবে আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন তোমার কিছু হতে দেব না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও।"

আবু তালিব তার ছেলে আলি রা.-কে বললেন, "ছেলে আমার, মুহাম্মাদ তোমাকে ভালো কাজের দিকেই ডাকছে। তুমি তাঁর সাথেই থাকো। তাঁর কথামতো চলো।"

এভাবেই আলি রা. নবিজির দাওয়াত কবুল করে নিলেন। হয়ে গেলেন প্রিয় সাহাবিদের একজন। কিশোরদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল স. তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ভালোবাসতেন।

সীরাত ইবনু হিশাম, (১/২৪৬) অনুসারে এটি লেখা হয়েছে।